হোমায়রা হিমুর একটি সাক্ষাৎকার

হোমায়রা হিমু। ব্যস্ততম টিভি অভিনেত্রী। গত শনিবার চ্যানেল আইয়ের দুপুরের সরাসরি অনুষ্ঠান ‘তারকা কথন’-এ অতিথি হয়ে এসেছিলেন। মৌসুমীর উপস্থাপনায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন। হিমুর প্রশ্নের উত্তর ও কাণ্ডজ্ঞান দেখে অবাক ও বিস্মিত না হয়ে পারা যায়নি। সাক্ষাৎকারের কিছু নমুনা উল্লেখ করা হলো।

কামরুল হাসান দর্পণ

মৌসুমী ঃ ২১ ফেব্রুয়ারী নিয়ে আপনার অনুভূতি কি?

হিমু ঃ (স্টাইল করে বললেন) আসলে ২১ ফেব্রুয়ারীতে আর আগের মতো ফিলিংস পাই না। লক্ষীপুরে থাকতে ১২টা ১ মিনিটে বন্ধুদের নিয়ে ফুল চুরি করতে যেতাম। সারা রাত মালা গাঁথতাম। তারপর খালি পায়ে (বিষয়টি এমন শহীদ মিনারে জুতা পরে যেতে হয়) শহীদ মিনারে যেতাম। এখন সেই ফিলিংসই খুঁজে পাই না। আর যাইও না।

মৌসুমী ঃ বিশেষ দিনগুলোতে আপনার অনুভূতি কেমন হয়?

হিমু ঃ এসব দিনগুলোতে আমি কাজ করি না। এই যে বললেন ২১ ফেব্রুয়ারী ৬ মার্চ (!)...

মৌসুমী ঃ ৬ মার্চ নয়, ২৬ মার্চ...

হিমু ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ...২৬ মার্চ। আমি তো সারা বছরই কাজ করি। এই জন্য নির্মাতাদের বলি ভাই, কাল কাজ করব না। বাসায় থাকি, টিভি দেখি।

মৌসুমী ঃ এই যে আপনি মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা করছেন আপনার অনুভূতি কি?

হিমু ঃ আমি একটি মুক্তিযুদ্ধের ছবিতে অভিনয় করছি ‘আমার বন্ধু রাশেদ’। ছবিটিতে অন্য কোন মুক্তিযুদ্ধের ছবির মতো গোলাগুলি নেই। আর ৩৫ মিলিমিটার ক্যামেরায় শুটিং। কেটে কেটে শট নিতে হয়। ছোট ছোট এক্সপ্রেশন দিতে হয়। ১০ বার করে রিহার্সেল দিতে হয়। কারণ নেগেটিভের অনেক দাম। ছবিটিতে এমন শিশুরা অভিনয় করেছে যারা আগে অভিনয় করেনি। ওদের সাথে আমি সহজে মিশে গিয়েছি।

মৌসুমী ঃ না মানে বলতে চাচ্ছিলাম আমরা তো মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি। কিন্তু মা-বাবার কাছে শুনে একটা অনুভূতি জাগে। আপনার অনুভূতি কেমন হয়?

হিমু ঃ ও হ্যাঁ, সিনেমাটিতে আমি একটি কলেজের ছাত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছি। জানালার পাশে বসে থাকি। সেই ষাটের দশকের মেকআপ নিতে হয়েছে। মেয়েটি বের হতে পারছে না। এটা যে কি কষ্ট! মেয়েটি কলেজে যেতে পারছে না। এটা কি রকম একটা ব্যাপার। ভাবাই যায় না। বাসা থেকে বের হলে মুক্তিযোদ্ধা...না না রাজাকাররা (একটি শব্দ এখানে উল্লেখ করা গেল না)।

সাক্ষাৎকারে হিমু আরও অনেক কথা বলেছেন। এখানে কিছু অংশ পিরিশিলিত করে তুলে ধরা হয়েছে। পাঠকরাই বিচার করুন এই অভিনেত্রীর (!) কথা-বার্তা।

গ্রামীণ ফোনের মডেল হলেন শহীদুল্লাহ ফরায়জী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এবার মডেল হলেন দেশের বিশিষ্ট গীতি কবি শহীদুল্লাহ ফরায়জী। নিভৃতচারী এই মানুষটিকে গ্রামীণ ফোনের ভাষা দিবস উপলক্ষে একটি বিজ্ঞাপনচিত্রে দেখা যাবে। গত রোববার ভোরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের গেইটে তার শ্যুটিং হয়। অ্যাপল বক্স-এর ব্যানারে বিজ্ঞাপনচিত্রটি নির্মাণ করেছেন কিসলু। বিজ্ঞাপন চিত্রটির বিষয় বস্তু সম্পর্কে শহীদুল্লাহ ফরায়জীর কাছে জানতে চাইলে বলেন, আমাদের ভাষা অন্দোলনের বিষয় ধারণ করে এর বিষয় বস্তু আবর্তিত হয়েছে। এখানে আমি যেরকম ঠিক সেরকমভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। আমি অনেক কিছুই দেখছি। হাসপাতালে রোগী আসছে, চারপাশে অনেক ঘটনা ঘটছে। কিন্তু একটি লেখার দিকে আমার দৃষ্টি আটকে যায়। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। আমার ভেতর '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি রয়ে যায়। ধারণ করে আছি। অথচ সবকিছুই চলছে নিয়ম মাফিক। তিনি বলেন, আমাদের চার পাশে অনেক ঘটনাই ঘটছে। সেসব ঘটনার স্থায়ীত্ব আমাদের স্মৃতিতে খুব কম। কিছুক্ষণ পর ভুলে যাই। কিন্তু '৫২-এর ভাষা আন্দোলন কখনোই বিস্মৃত হয় না। আমৃত্যু থেকে যায়। ভোলা যায় না। এরকম একটি থিম নিয়ে বিজ্ঞাপনচিত্রটি নির্মিত হয়েছে। আর কোন বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেল হবেন কিনা প্রশ্ন করলে বলেন, মডেলিং আমার কাজ নয়। আমার কাজ লেখালেখি। এ কাজ নিয়েই থাকতে চাই। উলেক্ষখ্য, এ মাসের মাঝামাঝি থেকে বিজ্ঞাপনচিত্রটি বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার হবে বলে নির্মাতা সূত্রে জানা যায়।

সেন্সর বোর্ডের ভূমিকা মিজু আহমেদের ক্ষোভ

ডিলান হাসান

চলচ্চিত্রের বর্তমান সেন্সর বোর্ডের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট অভিনেতা মিজু আহমেদ। সেন্সর বোর্ডের ধীর গতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, সেন্সর বোর্ড কী চলচ্চিত্রের উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা করে না? তারা কী চায় না আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি বেশি চলচ্চিত্র নির্মাণ হোক? তারা কী চান না আমরা শিল্পীরা বেঁচে থাকি? তানা হলে তারা কেন একটি সিনেমার সেন্সর সার্টিফিকেট দিতে দুই-তিন মাস সময় নিচ্ছেন? তিনি বলেন, সেন্সর বোর্ডের ধীর গতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আমরা শিল্পীরা বেকার হয়ে যাচ্ছি। কারণ একটি সিনেমা সেন্সর হলে নির্মাতা আরেকটি সিনেমার কাজে হাত দিতে পারেন। আমরা সে সিনেমায় অভিনয় করতে পারি। কিন্তু একটি সিনেমা যদি দুই-তিন মাস সেন্সর বোর্ডে আটকে থাকে, তবে আমাদের কাজ কমে যায়। বসে থাকতে হয়। সেন্সর বোর্ডের এই ভূমিকার কারণে এখন সিনেমার সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রি পিছিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সেন্সর বোর্ড যদি মনে করে কোন সিনেমা তারা ব্যান করবেন, তবে ত্বরিত গতিতে তা করুক। তা নাহলে দ্রুত ছেড়ে দিক। অযথা ঝুলিয়ে রেখে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির গতি কেন শ্লথ করে দিচ্ছে, বুঝতে পারছি না। তিনি বলেন, আমরা শিল্পীরা সেন্সর বোর্ডের এই ধীর গতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার তীব্র প্রতিবাদ করছি। কারণ সিনেমা হচ্ছে না, আমরা বেকার হয়ে যাচ্ছি। আমরা তো অভিনয় ছাড়া অন্য কাজ জানি না। সেন্সর বোর্ড কী চায় আমরা রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াই? তিনি বলেন, আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। সেন্সর বোর্ড সিনেমার ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে আমরা আন্দোলন করতে বাধ্য হব।

গানের বাজারে এবার তৃতীয় ন্যান্সি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রথমে হাবিব আবিস্কৃত ন্যান্সি। পরে জি-সিরিজ থেকেই প্রকাশিত হয় ন্যান্সি নামের আরেক গায়িকার অডিও অ্যালবাম। সম্প্রতি জি-সিরিজই আরো এক ন্যান্সিকে নিয়ে এসেছে গানের বাজারে। এই ন্যান্সি অবশ্য ন্যান্সি রহমান নামে এসেছেন এবং তিনি প্রবাসী। রাজধানীর স্থানীয় একটি হোটেলে এই ন্যান্সি

রহমানের প্রথম একক অ্যালবাম ‘বাপ্পা মজুমদার ফিচারিং ন্যান্সি রহমান’ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জি-সিরিজ অগ্নিবীণা প্রযোজিত এই অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন। তিনি ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগীত শিল্পী ও এই অ্যালবামের সংগীত পরিচালক বাপ্পা মজুমদার, অগ্নিবীণা প্রতিষ্ঠানে কর্ণধার নাজমুল হক ভুঁইয়া, ন্যান্সি’র মা সিনথিয়া রহমানসহ আরও অনেকে।

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী তন্বী গায়িকা ন্যান্সি রহমান। তার মা সিনথিয়া রহমান গান করতেন। মায়ের মুখে ছোটবেলায় বাংলা গান শুনে বাংলা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থেকে গান শেখা শুরু করেন। জন্ম অস্ট্রেলিয়াতে হওয়াতে বাংলা পড়তে না পারলেও বাংলা গানের কথাগুলো ইংরেজীতে লিখে মায়ের কাছেই গান শেখা শুরু করেন ন্যান্সি। ইচ্ছে ছিল একদিন একটি বাংলা গানের অ্যালবাম প্রকাশ করবেন এই বাংলাদেশেই। আর সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয় এবার দ্বিতীয়বারের মত বাংলাদেশে এসে। ঘটনাচক্রে বাপ্পা মজুমদারের সাথে পরিচয়। ন্যান্সির কণ্ঠে আলাদা ধাঁচের ছোঁয়া পেয়ে বাপ্পা এই প্রবাসী গায়িকার অ্যালবাম করতে আগ্রহী হন। আর এরই ফলস্বরূপ অগ্নিবীণার ব্যানারে প্রকাশিত হল ন্যান্সি রহমানের প্রথম একক অ্যালবাম ‘বাপ্পা মজুমদার ফিচারিং ন্যান্সি রহমান’।

অ্যালবামটিতে রয়েছে ৮টি গান। সবগুলো গানের সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন বাপ্পা মজুমদার। গীতিকাররা হলেন- শাহান কবন্ধ, রানা, জুলফিকার রাসেল ও জাহিদ আকবর। এদিকে একই নামে তিন গায়িকার আবির্ভাব প্রসঙ্গে জি-সিরিজ কর্ণধার নাজমুল হক খালেদ বলেন। নামে কি আসে যায়, গায়কী গুণই আসল। আর এই ক্ষেত্রে জি-সিরিজ প্রযোজিত দুই ন্যান্সিই সফল। আর হাবিব ন্যান্সিও তার অবস্থানে সফল।

বই মেলায় রেজাউল করিম খোকনের ২ বই

বিনোদন ডেস্ক ঃ এবারের এই মেলায় রেজাউল করিম খোকনের ২টি নতুন বই বেরিয়েছে। এর মধ্যে একটি ‘ইনক্রেডিবল অ্যাডভেঞ্চার’ প্রকাশিত হয়েছে একুশে বাংলা প্রকাশন থেকে অপর বই জীবন-মৃত্যুর সীমানায় প্রকাশ করেছে অ্যাডর্ন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘটে যাওয়া চমকপ্রদ ও নাটকীয়তাপূর্ণ অবিশ্বাস্য সত্যি ঘটনা অবলম্বনে লেখা বিভিন্ন রোমাঞ্চকর গল্পের বই দুটিতে সংকলিত হয়েছে। এবারের দুটিসহ তার লেখা মোট ১১টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যার অধিকাংশই অসম্ভব পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। রেজাউল করিম খোকন গল্প-উপন্যাস লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিনোদন বিষয়ে লেখালেখি করছেন আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে।

হয়ে গেল প্রথম বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচিত্র উৎসব

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ‘নতুন প্রজন্ম, নতুন চলচ্চিত্র’ এই শ্লোগান নিয়ে হয়ে গেল তিন দিনব্যাপী প্রথম বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচিত্র উৎসব। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর হলে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তথ্য সচিব ড.কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড.আব্দুল মান্নান চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পান্না কায়সার, গণ গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক নুর হোসেন তালুকদার ও চলচ্চিত্র পরিচালক বাদল রহমান।

উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ক্যাটাগরিতে ২৫জন চলচ্চিত্র নির্মাতার ২৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্র ক্যাটাগরিতে ২১জন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতার ৪০টি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। উৎসবে বাংলাদেশের দুজন চলচ্চিত্র নির্মাতা দিলদার হোসেন এবং শহীদুজ্জামান বাদলের রেট্রোস্পেকটিভ প্রদর্শিত হয়। উৎসবে ৪টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এগুলো হচ্ছে- শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্যচিত্র, শ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ সমালোচক পুরস্কার। এছাড়া সেমিনার,আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা, শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বুলেটিন, ফিল্ম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জহির রায়হানের স্টপ

জেনোসাইড প্রদর্শন করা হয়।

উৎসব পরিচালক দিলদার হোসেন বলেন, প্রথমবারের মত এই উৎসব করে সারা দেশ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। সারা দেশের প্রায় দেড়শ' নতুন মেধাবী পরিচালক অংশগ্রহণ করেছে। তাদের ছবি দেখলে মনে হয় এরা প্রফেশনাল ডিরেক্টর। দেশের এই মেধাবী ডিরেক্টররা এতদিন সবার আড়ালে ছিলো। এই উৎসবের মাধ্যমে তারা সবার সামনে আসার সুযোগ পেয়েছে।

ভালো বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করতে চান সিমলা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ভালো বিজ্ঞাপনচিত্রে খাজ করতে চান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নায়িকা সিমলা। চলচ্চিত্রে অভিনয় করার পাশাপাশি সিমলা বেশ কয়েকটি পণ্যের বিজ্ঞাপনে মডেল হয়ে সবার দৃষ্টি কেড়েছে। এ প্রসঙ্গে সিমলা বলেন, যদিও আমার পেশা চলচ্চিত্রে অভিনয় করা তারপরেও আমি ভালো পণ্যের বিজ্ঞাপনে মডেল হতে চাই। এতে এক শ্রেণীর দর্শকের কাছাকাছি যাওয়া যায়। সিমলা বলেন, আমি নাটকের অফার পেলেও অভিনয় করি। আমি মনে করি অভিনয় অভিনয়ই। সেটা যেখানেই হোক না কেন? তবে বিজ্ঞাপনে মডেল হলে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সহজ। কেননা টিভিতে বিজ্ঞাপনচিত্র বারবার দেখানো হয়। সিমলা বলেন, ভালো ছবির প্রতি আমার প্রচণ্ড আকর্ষণ। কেননা জীবনের প্রথম ছবিতে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছি। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে চাই। পাশাপাশি ভালো বিজ্ঞাপনচিত্রেও কাজ করতে চাই।

একাধিক বিজ্ঞানচিত্রে শাবনূর!

স্টাফ রিপোর্টার ঃ একাধিক বিজ্ঞাপনচিত্রের মডেল হতে যাচ্ছেন শাবনূর। পর পর প্রায় ৫টি বিজ্ঞাপনচিত্রে তিনি মডেল হবেন বলে জানা যায়। ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে একসঙ্গে শুটিং শুরু হবে দুইটি বিজ্ঞাপনচিত্রের। ওয়েস্টার্ন টেলিভিশন ও ফ্রিজ নামে এই বিজ্ঞাপনচিত্র দুইটি নির্মাণ করবেন আহমেদ ইউসুফ সাবের। জিঙ্গেল ভিত্তিক বিজ্ঞাপনচিত্রগুলোর স্থায়িত্ব হবে ৩০ সেকেন্ড করে। এই দুইটির কাজ শেষ করে খুব শীঘ্রই আরও ৩টি বিজ্ঞাপনচিত্রে তার মডেল হওয়ার কথা রয়েছে। পণ্যগুলোর বেশির ভাগই ভারতীয় কসমেটিক্সের। এসব বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেল হওয়া নিয়ে শাবনূরের সঙ্গে নির্মাতাদের কথা চলছে বলে জানা যায়।

বলিউড শীর্ষ পাঁচ

১। ইশকিয়া (নাসিরুদ্দীন শাহ্, আরশাদ ওয়ারসি, বিদ্যা বালান) ২। থ্রি ইডিয়টস (আমীর খান, আর মাধবন, শরমন জোশি, কারীনা কাপুর, বোমান ইরানী) ৩। বীর (সালমান খান, জেরিন খান, মিঠুন চক্রবর্তী, জ্যাকি শ্রফ, সোহেল খান) ৪। রণ (অমিতাভ বচ্চন, রিতেশ দেশমুখ, গুল পানাগ, মোহনিশ বেহল, পরেশ রাওয়াল) ৫। রোড টু সাঙ্গাম (পরেশ রাওয়াল, ওম পুরী, জাভেদ শেখ)

রণ

ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমের মাঝে যুদ্ধ নিয়ে রণ-এর কাহিনী। এই কাহিনীর প্রধান ব্যক্তিত্ব হচ্ছে বিজয় মালিক (অমিতাভ বচ্চন)। বিজয় ভারতের প্রথম ব্যক্তি মালিকানাধীন নিউজ চ্যানেলের প্রতিষ্ঠাতা। সংবাদ মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তিত্ব। সংবাদ পরিবেশন নীতিকে সবচেয়ে উপরে রাখার কারণে তার চ্যানেল ইন্ডিয়া টোয়েন্টি ফোর/সেভেনের জনপ্রিয়তা ও অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। বিজয়ের ছেলে জয় (সুদ্বীপ) অবশ্য বাবার মত নয়। অত্যন্ত আগ্রাসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ সে। একজন ব্যবসায়ীর মত তার দৃষ্টিভঙ্গি। তার বাবার প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করার জন্য যা দরকার তাই করতে প্রস্তুত সে। তার চেয়ে যে বড় কথা তার

প্রতিদ্বন্দ্বী এগিয়ে যাবে তা সইতে পারে না।

পূরব শাস্ত্রী (বিতেশ দেশমুখ) সাংবাদিকতার শিক্ষাপ্রাপ্ত এক তরুণ, যার দৃষ্টিভঙ্গি উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণের মত নয়। সে চায় তার দেশটি আরও এগিয়ে যাক। সংবাদ তৈরী করা নয় বরং সংবাদ পরিবেশনকেই সে প্রাধান্য দেয়।

মোহন পাণ্ডে (পরেশ রাওয়াল) বিরোধী দলীয় রাজনীতিক। দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন আছে তার। অন্যান্যের চেয়ে তাকে আলাদা মনে হলেও তার লক্ষ্যে পৌছার জন্য খুনও করতে পারে। অমরিশ কাক্কার (মেহেনিশ কোলে) সংবাদ মাধ্যমকে জনপ্রিয় করা বা একে ধ্বংস করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তার কাছে সংবাদ পরিবেশন নয় চ্যানেলকে জনপ্রিয় করাই বড়।

নন্দিতা শর্মা (গুল পানাগ) একজন বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাতার সহকারী। পূরবের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক। যাই ঘটুক না কেন সে সবচেয়ে প্রথমে নিজের স্বার্থরক্ষায় তৎপর। আনন্দ প্রকাশ ত্রিবেদী (রাজপাল যাদব) একজন ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর। সবচেয়ে গুরুত্বহীন সংবাদটিকে দশকের সেরা সংবাদ হিসেবে পরিবেশন করার অভ্যাস আছে তার। আকর্ষণীয় শিরোনাম দিয়ে সে সংবাদটি প্রচার করে। যে কোন চলচ্চিত্র নির্মাতার চেয়ে ভাল চলচ্চিত্র নির্মাণ করে শুধু সে তার কাজের নাম দিয়েছে ‘সংবাদ’।

হলিউড শীর্ষ পাঁচ

১। আভাটার (স্যাম ওয়ার্দিংটন, সিগনি উইভার) ২। এজ অফ ডার্কনেস (মেল গিবসন, বোহানা নোভাকোভিচ, রে উইনস্টন) ৩। হোয়েন ইন রোম (ক্রিস্টেন বেল, জশ ডুহামেল) ৪। দ্য বুক অফ ইলাই (ডেনযেল ওয়াশিংটন, গ্যারি ওল্ডম্যান, মিলা কুনিস ৫। লিজন

হোয়েন ইন রোম

মার্ক স্টিভেন জনসন পরিচালিত রোমান্টিক কমেডি হোয়েন ইন রোম। জনসন পরিচালিত কয়েকটি চলচ্চিত্র হল গোস্ট রাইডার, ডেয়ারডেভিল এবং সায়মন বার্চ।

বেথ (ক্রিস্টেন বেল) বারবার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে খুব হতাশার মাঝে দিন কাটাচ্ছে। নিউ ইয়র্কবাসী এই তরুণটির রোম ভ্রমণও খুব চড়াই-উৎরাইয়ে পার হয়েছে। রোমে এসে একটি ফাউন্টেন অব লাভ থেকে কয়েকটি লুকিয়ে নিয়ে আসে। এরপর তার জীবনে একের পর এক রোমান্টিক ঘটনা ঘটতে শুরু করে। একজন দু’জন নয়, একদল প্রেমিক তার পেছনে ছুটতে শুরু করে। একটা সময় ছিল যখন বেথ মনে করত তার জীবনে প্রেম কখনও সফল হবে না। সেখানে এখন এতজনের কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়ে প্রেমকে ঝামেলা মনে করতে শুরু করে। নিখুঁত প্রেমের জন্য যে এতদিন পথ চেয়ে ছিল তার কাছে বিষয়টি তিক্ত হয়ে উঠছে।

তার প্রেমেপড়া মানুষগুলোর মাঝে রয়েছে এক সসেজ ম্যাগনেট (ড্যানি ডি ভিটো) একজন স্ট্রিট ম্যাজিশিয়ান ল্যান্স (জন হেডার), একজন পেইন্টার অ্যান্টোনিও (উইল আর্নেস্ট), নিজের সৌন্দর্যে মশগুল এক মডেল গেইল (ড্যাক্স শেপার্ড)। এরমধ্যে নিকনামে এক তরুণ রিপোর্টারও বেথের প্রেমে পড়ে। নিক (জশ ডুহামল) বেথকে বোঝাতে চায়- আসল প্রেম শুধু রূপকথার বিষয় নয়। এর অস্তিত্ব পৃথিবীতে বাস্তবেও আছে। বেথ কি নিজের কথায় আস্থা রাখতে পারবে। শেষ পর্যন্ত আর বাকি ঝামেলাগুলো সে মেটাবে কিভাবে। গ্রন্থনা : মোহাম্মদ শাহ আলম